Bhatter college ,Dantan

Department of History

Teacher name: Priyaranjan Patra

Class :4th sem (HONOURS)

CC-8: Renaissance and Reformation

Note:-Renaissance

Scanned with CamSc

রেনেসাঁস কী আদৌ হয়েছিল? রেনেসাঁসের সীমাবদ্ধতা

রেনেসাঁসের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। এই সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে অনেকে প্রশ্ন তুলেছিলেন যে আদৌ রেনেসাঁসকে রেনেসাঁস বলা যাবে কিনা। স্পাইডার, পি. এফ. গ্রেন্ডলার, চেম্বারলিন প্রমুখ ঐতিহাসিকরা এই প্রশ্ন তুলেছিলেন, নাকচ করেছিলেন রেনেসাঁসের গৌরবকে। হুইজিংগারের (J. Huizinga) Man & ideas, History, the middle Ages, the Renaissance Essayes (tran) London 1960, P. 284) অভিযোগ ছিল the sense of social responsibility was largely lacking। বস্তুত কেবলমাত্র আর্থিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করলে ইউরোপের রেনেসাঁস এর মানবতাবিরোধী কিছু রূপ প্রকাশ পাবে যা দাঁড়িয়েছিল অসাম্যের ওপর। আর. এস. লোপেজ, এ্যান্টনি মালহো প্রমুখদের বক্তব্য হল রেনেসাঁসের সময়েও ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী শোষণের কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। পুঁজিবাদী শোষণ বহমান ছিল। রেনেসাঁসের রূপকাররা রাষ্ট্রব্যবস্থা বদলে সব মানুষের জন্য সহানুভূতিশীল হতে পারেনি। ফলে ধর্মীয় বাতাবরণ এবং সাধারণ মানুষের দুরবস্থা দুটিই থেকে গিয়েছিল। আর্থিক নিরাপত্তা আসেনি বা আর্থিক দুর্গতির হাত থেকে মুক্তির কোন উপায় দেখানো হয়নি। নগরেও একই অবস্থা ছিল তবে গ্রামাঞ্চলের অবস্থা ছিল আরও খারাপ। নগরে রেনেসাঁসের সাংস্কৃতিক প্রসারণ ঘটলেও গ্রামে তাও ঘটেনি বলে J. R. Male উল্লেখ করেছেন, (Dr. J. R. Male, A Concise encyclopedia of the Italian renaissance 1981) ইতালিয় রেনেসাঁসের ক্ষেত্রে এটি আরও অবধারিত সত্য। জনসংখ্যার বিচার এর পর স্বভাবতই আসবে। তখন জেরোম ব্লাম এর গবেষণার কথা আসবে। ব্লাম তার গবেষণায় উল্লেখ করেছেন (J. Blum 'The European Peasantry from the 13th to the 19th Century, Publication No. 33. Service Centre for teachers of History, Washington D. C.) সেইসময় শতকরা ৮৭ ভাগ মানুষ গ্রামে থাকতেন। সুতরাং অধিকাংশ মানুষ ছিলেন রেনেসাঁসের বাইরে। স্পাইডারের লেখায় পাওয়া যায় এদের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত খারাপ, ফলে উপরিতলে যে

Scanned with CamSc

মনীষার উন্মোচন ঘটছিল তার প্রাণরসের প্রবাহ এদের কাছে পৌঁছায়নি। এই না পৌঁছানোর কারণ হচ্ছে, সমাজব্যবস্থা পাল্টায়নি। এক্ষেত্রে নিকোলাই কনরাডের দেওয়া নবজাগরণের সংজ্ঞা নাকচ হয়ে যায়। কনরাড বলেছিলেন, এক সমাজব্যবস্থা থেকে অন্য ধরনের সমাজব্যবস্থায় উত্তরণের ক্রান্তিকালীন মুহূর্তই রেনেসাঁসের জনক। কিন্তু সত্যিই কি এক সমাজব্যবস্থা থেকে অন্য ধরনের সমাজব্যবস্থায় উত্তরিত করতে পেরেছিল রেনেসাঁস? এইখানেই দাঁড়িয়ে আছে যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর। অর্থনৈতিক দিক থেকে পারেনি বলেই মনে করা যায়।

এঙ্গেলস কিন্তু রেনেসাঁসকে প্রগতিশীল বিপ্লব বলেই আখ্যা দিয়েছেন। (ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্, ডায়ালোক্টিকস অফ নেচার) ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী রেনেসাঁসকে 'এলিটিস্ট' আন্দোলন বলেছেন।

এটা মনে হয় যে রেনেসাঁস ঠিক বিপ্লব নয় রেনেসাঁস হল একটা পরিবর্তন। ডঃ শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে বলেছেন, "রেনেসাঁস হচ্ছে সমাজ পরিবর্তনের সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া। সামাজিক পরিবর্তন যখন সাধারণত রাজনৈতিক ক্ষিপ্রতাকে আশ্রয় করে তখন হয় বিপ্লব আর সামাজিক পরিবর্তন যখন চেতনা ও নান্দনিকতা জড়ানো সংস্কৃতির পথ ধরে, তখন হয় রেনেসাঁস। আবার এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়া যখন নীতিশুদ্ধ ধর্মের পথ ধরতে চায় তখন সৃষ্টি হয় রিফরমেশনের সম্ভাবনা।" (ডঃ শক্তিসাধন মুখোপ্যাধ্যায়, 'বাংলার নবজাগরণ; বোঝা না ভেলা।' অথবা ডঃ শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় ঃ 'ইতালিয় রেনেসাঁসের আলোকে বাংলার রেনেসাঁস,' প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা)।

মনে রাখতে হবে নবজাগরণের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন হয়েছিল ধীর গতিতে। ইউরোপের সর্বত্র একই ধরনের রেনেসাঁস হয়নি। রেনেসাঁস ঘটেছিল একটি কালসন্ধিক্ষণে। একে উদার ও বিস্তারিত অর্থে ব্যাখা করলে এর বিরুদ্ধে সীমাবদ্ধতার অভিযোগের একটা জবাব দেওয়া সম্ভব হয়। ইউরোপে ভূমিনির্ভর সামন্তব্যবস্থা শেষ করে বাণিজ্য ও বৃক্ষ উৎপাদন নির্ভর, ক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তৈরির ইশারা ছিল নবজাগরণে। বুদ্ধিজীবীদের মস্তিষ্কে একটা পরিবর্তন আনবার প্রবল ইচ্ছা ছিল। যুগসন্ধিক্ষণে সেই ইচ্ছা আরও তীব্র হয়েছিল। ভূস্বামী শ্রেণি অতদূর এগোতে পারেনি চিন্তাগত দিক দিয়ে। ফলে নবজাগরণের প্রবাহ একই ধরনের ছিল না কিন্তু নিঃসন্দেহে এটি ছিল যুগসন্ধিক্ষণের একটি উল্লেখযোগ্য প্রবাহ। W. F. Ferguson যে সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, 'The Renaissance, it seems to me, was essentially an age of transition containing much that was still mediaval, much that was recognizably modern & also much that of the mixture of mediaval and modern elements were peculiar to itself & was responsible for its contradiction & contrasts & its amazing vitality (W. R. Ferguson. The Reinterpretation of the Renaissance" Facets of the Renaissance, California, 1954, P.16)

Scanned with CamSc

পরিশেষে বলা যায় সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও রেনেসাঁস ছিল ইউরোপের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য সময়। যে সময়টিকে রেনেসাঁসের যুগ বলে অভিহিত করা হয় সেই যুগে অনেক নূতন চিন্তার মুকুল দেখা দিয়েছিল। একে S. A. Symonds (S. A. Symonds, 'Resaissance in Italy' vol-1. P.10) যা বলতে চেয়েছেন তাকে একটু কাব্য করে বললে বলা যায় যে বসন্তের প্রথম ছোঁওয়া ইউরোপের বদ্ধজীবনে প্রবেশ করেছিল এই যুগের চিন্তার ভেতর দিয়ে। একঘেয়ে, অলস, মন্থর, ভীত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন দিনগুলি পেরিয়ে ইউরোপের নগরে নগরে প্রথম রেনেসাঁসের বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছিল এই যুগের আলোকিত চিন্তাবিদরা ও মানবতাবাদীরা। হতে পারে তাদের ব্যক্তিজীবন হয়তো সমালোচনামূলক, ব্যক্তিজীবনে তারা হয়ত অসংযমী ছিল। কিন্তু তাদের চিন্তাধারা মানুষকে ভাবিয়েছিল। এইখানেই রেনেসাঁসের গুরুত্ব।

Scanned with CamSc